দৈনিক জনকণ্ঠ

127

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযৌক্তিক নির্দেশ এইচএসসি পরীক্ষায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

ফৌজিয়া ইয়াসমিন

আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি শিক্ষকদের উদ্দেশে একটি নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশে বলা হয়েছে ঢাকার বাইরের সফস্বল কলেজের শিক্ষকদের তাঁর নিজের কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষাকালনী দায়িত্ব পালন করতে হবে। ওপর থেকে দেখলে মনে হবে চমৎকার একটি সিদ্ধান্ত। নিজের কলেজের পরীক্ষার্থীদের প্রতি যাতে পক্ষপাত প্রদর্শনের কোন সুযোগ না থাকে সে জন্যই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এ নির্দেশ তাই যৌক্তিক। নকল বা অন্য সব ধরনের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য এর চেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা বুঝি আর হয় না।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশটি উদ্দেশ্যমূলক। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন কেউ যাতে করতে না পারে সেই লক্ষ্যে জারি করা হয়নি। নকল বন্ধ করা বা পরিদর্শক কলেজ শিক্ষকদের পক্ষপাতহীন ডিউটি পালনে বাধ্য করার জন্যও এই নির্দেশ জারি করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বরং ব্যাপারটা দাঁড়াবে একেবারে উল্টো। উল্টো মানে নকল বা পক্ষপাত কমার পরিবর্তে তা সম্পূর্ণ অবাধ হয়ে পড়বে। এবার এই দিকটিক প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমেই লক্ষণীয়, এই নির্দেশে শিক্ষকদের কলেজ বদল করে ডিউটি দেয়ার কথা বলা হয়েছে, ছাত্রদের নয়। অর্থাৎ কলেজের শিক্ষকদের শুধু অন্য কলেজে গিয়ে ডিউটি দিতে হবে, ছাত্ররা যে কলেজের সেই সলেজে থেকেই পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে। এখন প্রশ্ন হলো ছাত্ররা নকল করে না, শিক্ষকরা? ছাত্ররা যেহেতু নকলের সুযোগ নেয়, সুতরাং কলেজ বদল করতে হলে তাদেরই করার নির্দেশ দেয়া উচিত ছিল। ঢাকায় এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে। এতে সুফলও পাওয়া গেছে। ঢাকার কলেজগুলোতে এজন্য নকল হয় না বললেই চলে। নিজের কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে গিয়ে নকল করার সাহস কোন পরীক্ষার্থী করে না। তার মনে ভয় ধরে যায়। কারণ সে জানে এই পরিবেশ তার অচেনা, এই কলেজ তার অচেনা। শিক্ষকরাও তাকে চেনে না। ফলে নকল করা বা অন্য কোন ঔদ্ধত্য দেখাতে সে সাহস পায় না। নকল করার প্রবণতা তাই এমনি এমনি বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এই পরীক্ষিত পদ্ধতি প্রয়োগ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হঠাৎ এমন একটি নির্দেশ জারি করল যাতে নকল তো বন্ধ হবেই না বরং আরও অবাধ হয়ে উঠবে। কেননা এই নির্দেশের ফলে শিক্ষকদের যেতে হবে নতুন কলেজে। পরীক্ষার্থীরা যেহেতু নিজের কলেজে থেকে পরীক্ষ দেবে, ফলে তারা অন্য কলেজ থেকে ডিউটি করতে আসা শিক্ষকদের পাত্তাই দেবে না। বরং দাপট দেখাবে বেশি বেশি করে। অন্য কলেজের শিক্ষকরা নিজের কলেজ নয় বলে স্বাভাবিকভাবে চাপের মধ্যে চুপসে থাকবেন। সাহসী পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবেন শুধু শারীরিক নিরাপত্তার ভয়ে। ফলে নকল অবাধ হয়ে উঠবে।

অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ জারি করেছে তা সম্পূর্ণ ভেস্তে যাবে। এক্ষেত্রে আসলে চালু করা দরকার ছিল ঢাকার মতো ব্যবস্থা। অর্থাৎ ছাত্রদের কলেজ বদল করে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে নকল বন্ধ হতো। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা করল না। কেন করল না তা বুঝতে অবশ্য কোন নাগরিকের বাকি থাকার কথা নয়। ছাত্রদের কলেজ বদল করে তাদের রোষের মুখে মন্ত্রণালয় পড়তে চায় না। এই রোষ সামাল দেয়ার মতো মেরুদণ্ড মন্ত্রণালয়ের নেই। তারা রাজনৈতিক চাপের মধ্যে পড়তে পারে বলেও এই পদক্ষেপ নিতে সাহসী হয়নি। নিরীহ, নির্বিবাদী শিক্ষকদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে কাজ হাসিল করতে চাইছে। তাঁদের ঠেলে দিচ্ছে তোপের মুখে।

নকল বন্ধ করা তাই মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য কি না, সন্দেহ জাগে। এই নির্দেশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মন্ত্রণালয় পরীক্ষার্থীদের (এবং অন্য ছাত্রদের) ভয় করে। এই নির্দেশের গুরুত্ব সেদিক থেকে ভাবলে একেবারে শূন্য। নকল বন্ধ করার ব্যাপারে কোন অবদানই আসলে রাখবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশ অন্য একটা দিক থেকে শিক্ষকদের জন্য অবমাননাকর। তারা শিক্ষকদের কলেজ বদল করিয়ে দেখতে চাইছে যে শিক্ষকরা খারাপ, ছাত্ররা ধোয়া তুলসী পাতা। নকল যা হয় শিক্ষকদের জন্য হয়, সুতরাং তাদের কলেজ বদল করিয়ে দাও।

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। পরীক্ষায় নকল হয় সামাজিক-রাজনৈতিক চাপের কারণে। দেশের ছাত্ররাজনীতি যদি সুস্থ সুন্দর হতো তাহলে নকল হতো না কিছুতেই। সুতরাং পরীক্ষায় নকল প্রবণতার জন্য শিক্ষকরা দায়ী নয়, দায়ী বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক এবং স্থানীয় নানা ফ্যাক্টর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের জন্য এই নির্দেশ জারি করে তাই এক ধরনের অবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। এতে নকল প্রবণতারোধ করা যাবে না কিছুতেই বরং হাজার হাজার শিক্ষকের বিরাগভাজন হলো মন্ত্রণালয়, পরোক্ষ সরকার। সরকারের ভাবমূর্তি শিক্ষকদের কাছে তাই কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হবে।

জানি না কারা মন্ত্রণালয়কে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এই পরামর্শ যে বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন করতে পারে তা কি তাঁরা একবারও ভাবেননি? ইতোমধ্যে মফস্বলের বিভিন্ন কলেজের অসংখ্য শিক্ষক তাঁদের সমিতির মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। পরীক্ষা এগিয়ে আসার মুখে বিরোধিতা আরও তীব্র হবে। শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁরা এই নির্দেশ মেনে নিবেন না অন্য কলেজে গিয়ে ডিউটি করবেন না। আর তাই যদি হয়, তাহলে আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে যে এক ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। সরকারের এখনই উচিত এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। অযৌক্তিক এই নির্দেশ বাতিল করে দেয়া। নির্দেশ যদি দিতেই হয় তাহলে এমন নির্দেশ দেয়া উচিত যাতে পরীক্ষার্থীদের কলেজ বদল করতে হয়। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নয়।